আজকের কাগজ

তারিখ ...15 MAY 1994...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ধকল

সিদ্দিকুর রহমান

গতকালের পর

কিন্তু সহসা পশিল রবির কর নয়-যন্ত্রণার, স্বপ্নভঙ্গের, আশাভঙ্গের এবং বিস্মরণের সমারোহ।" এখানেই ঘটলো তার মানসিক মৃত্যু। তারপরের একটানা অন্ধকার পর্বের কিউরি শুধু তার দৈহিক। মৃত্যুকেই ঘনীভূত করে দেয়। প্রসঙ্গত একটি পজিটিভ বিষয়ে কথা মনে পড়ে। একটি ছেলে বেশ কয়েক বছর আগে মেডিকেলে ভর্তির জন্যে পরীক্ষা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে-এর আয়োজন। পরীক্ষার শুরুর কিছু আগে সে সেখানে পৌঁছে দেখে তার সিট নম্বরের চার্ট নেই। হলের প্রবেশ করে তার সিট পেতে পুরো আধা-ঘন্টা ব্যয় হয়ে যায়। ইতিমধ্যে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। তবু তার পরীক্ষা ভালো হয়। সে নির্বাচিত। এবার ভর্তির পালা। মেডিকেল কলেজে যায়। ফরমের জন্যে। একটি মাত্র কাউন্টার। সকাল ৮টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত রোদের মধ্যে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অসহ্য গরমে এবং রোদে সে প্রায় দিশেহারা। কাউন্টারের কাছাকাছি এসে ঘাম মুছতে মুছতে ফরমের জন্য হাত বাড়ায়। না। কাউন্টার বন্ধ। এখন নয়। পরের দিন ফরম দেয়া হবে। সময় নেই। ছাত্ররা রাগে-অভিমানে বিক্ষুব্ধ হয়ে হাতের কাছে যা কিছু পায় ভাংতে থাকে। ছেলেটি বাথরুমে যায়। সেখানে গিয়ে যে অবস্থা দেখে এতে তার মনে হয়- এই যদি মেডিকেল হয় তা হলে এখন লেখাপড়া করে কোনো লাভ নেই। সে সরে পড়ে। তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়।

তারপর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের জন্যে যায়। দেখে এখানে এক অপরূপ মনভোলানো দৃশ্য। গাড়ি থেকে নামামাত্র একজন সিনিয়র ছাত্র বিনয়ের সাথে সাদর সম্ভাষণ করে। তারপর পরবর্তী মোড়ের দিকে যাবার জন্যে পরামর্শ দেয়। সেখানে আরেকজন সিনিয়র ছাত্র। সে সহাস্যে পরবর্তী মোড়ে নিয়ে যায়। এভাবে পরীক্ষার হলে নির্দিষ্ট সিটে আরেকজন সিনিয়র ছাত্র তাকে বসিয়ে দেয় এবং বলে-"আপনার কাছাকাছিই থাকবো। যে কোনো অসুবিধার কথা অসংকোচে জানাবেন।" বিমুগ্ধ ছেলেটি ভাবে এ কোন বাংলাদেশ। আনন্দে শিহরণে সে নিজেকে একজন বড়ো মাপের মানুষ বলে মনে করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

না। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। তার জন্যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছে। কৃতকার্য হয়ে সে ভর্তির ফরমের জন্যে আবার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। আবার দেখে এক অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর ব্যবস্থা। এখানে একটি মাত্র কাউন্টার নয়। বেশ কয়েকটা। দশ মিনিটের মধ্যেই সে তার ভর্তির ফরম সংগ্রহ করে।

ছেলেটির নাম টিটো। ইতিমধ্যে সে একজন আর্কিটেক্ট বা স্থপতি। বর্তমানে উচ্চতর শিক্ষার ফেলোশীপ পেয়ে সে আমেরিকার টেকসাস অঙ্গরাজ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। জানিনে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ছাত্ররা এখনো তাদের সুন্দর ঐতিহ্য বজায় রেখেছে কিনা। তবু তাদের কাছে সবিনয় অনুরোধ থাকবে তারা যেনো নিঃসীম অন্ধকারের একটি দিগন্তে হলেও তাদের ঐতিহ্যের দীপ শিখা অম্লান রাখার সাধনায় নিয়োজিত থাকে। [illegible]

আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করে এ রচনার সমাপ্তি টানবো।

ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রাজকুমার চার্লস্ যখন ইটন পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন তখন একটি ঘটনা ঘটে। মহারাণী এলিজাবেথ এবং প্রিন্স ফিলিপ ছেলেকে নিয়ে প্রথম দিন সেখানে যান। স্কুলের হেড মাষ্টার প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে চার্লস্‌কে সম্ভাষণ জানান। মহারাণী এতে বিরক্ত হয়ে বলেন-চার্লস্ এখানকার ছাত্র। এছাড়া এখানে তার আলাদা কোনো পরিচয় নেই। ভবিষ্যতে আর কখনো তার প্রতি আলাদা কোনো আচরণ করা থেকে বিরত থাকবে।

ঘটনার শেষ এখানেই নয়। একদিন ভোর বেলা চার্ল ব্রেকফাষ্টের জন্যে বাকিংহাম প্রাসাদে চলে আসেন মহারাণী এর কারণ জানতে চান। চার্লস্ বলেন সেখানকার খাবারে তিনি অভ্যস্ত নন। মহারাণী তা ব্রেকফাষ্ট টেবিল ছেড়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে বললেন অভ্যস্ত হতে হবে। শিশু রাজকুমার চার্লস্ অভুক্ত অব তার হোষ্টেলে ফিরে যান।

এ ধরনের বহু ঘটনার মধ্যে আরেকটি ঘটনা ব জন্যে এ ভূমিকা। ঘটনাটি হচ্ছে এরকম ঃ একদিন শিশু চার্লস্ বেশ মলিন মুখ নিয়ে মা এলিজাবেথের সামনে এসে দাঁড়ান।

মা জিজ্ঞেস করেন- Why do you look so pale? তোমাকে অতো বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেনো?

ছেলে বলেন ঃ Its not possible to carry on any farther। আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি পারবো না।

মা বললেন ঃ Whats up! কি পারবে না?

ছেলে জবাব দেন ঃ হোষ্টেলে আমার ক্লাসের ৪০ জন ছাত্র থাকে। Today is my turn to brush 40 pair of shoes. চল্লিশ জোড়া জুতো আজ আমাকে ব্রাস করতে হবে। অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব!

মা গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ অন্য ছেলেরাও তো পালাক্রমে এ কাজটি করে। নয় কি?

ছেলে জড়ানো কণ্ঠে বলেন- Yes, mother! জ্বি, ওরাও তাই করে।

মা রাজকীয় গাম্ভীর্য ধারণ করে বলেন ঃ If you donot do your turn, in that case, your mother will do it! যদি তুমি তা না করো তাহলে তোমার মা তা করে দেবে।

চার্লস লজ্জা বোধ করে হোষ্টেলে ফিরে যান।

উপসংহারে বলি, অস্বাভাবিক ধরনের যে কোনো মৃত্যুকেই সহজে মেনে নেয়ার প্রবণতা একটি সমাজ তথা জনগোষ্ঠী তথা রাষ্ট্রকে নিঃশব্দে মৃত্যুর মহাসড়কের দিকে ধাবিত করে দেয়। হতভাগ্য রাশেদের বিদেহী আত্মার উদ্দেশে এই লেখাটি নিবেদিত হলো।

শেষ

সিদ্দিকুর রহমান ঃ সাহিত্যিক, সমালোচক এবং কলাম লেখক।